গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস্ ও 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা'

সুচেতন মিত্র

এক

গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস এবছর বিরাশি ছুঁলেন। আর, তাঁর সবথেকে আলোচিত উপন্যাস 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা'র বয়স তবে তেতাল্লিশ (প্রকাশকাল ১৯৬৭)। সাহিত্যরসিক মহলে উপন্যাসটি নিয়ে আজও আলোড়ন চললেও মার্কেস কিন্তু একে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা ভাবেন না। তাঁর মতে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পেতে পারে শুধু 'একটি পূর্বঘোষিত মৃত্যুর কালপঞ্জি' (Chronicle of Death Foretold, 1981)। তাঁর সাক্ষাৎকার ভিত্তিক গ্রন্থ 'পেয়ারার সুবাস' -এ (Fragrance of the Guava) আপুলেইও মেন্‌দোসা - কে বলেছেন 'এই একটিমাত্র বইতেই আমি ঠিক যা করতে চেয়েছিলাম, তা-ই করতে পেরেছি। মার্কেসের এরকম উক্তিতে অবশ্য 'একশো বছর নিঃসঙ্গতা' -র মূল্য কিছুমাত্র কমে না। বিশ্বসাহিত্যের সার্থক সৃষ্টিগুলোর মধ্যে এটি অবশ্যই অনন্যতার দাবিদার। এর সফলতার কারণগুলো নিয়ে এখানে খানিক ভাবা যেতে পারে।

শিল্প-সমালোচক মহলে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কথা প্রচলিত আছে : 'স্বজাতির সলিচিউড-কে আত্মস্থ না করলে কোন শিল্পীর পক্ষেই সার্থক কিছু সৃষ্টি করা অসম্ভব।' মার্কেসের কালজয়ী হয়ে ওঠার পেছনে স্বজাতির সলিচিউড বা নিঃসঙ্গতাকে আত্মস্থ করার বাস্তবটি সবথেকে স্পষ্ট। জন্মমুহূর্ত থেকে যে প্রতিবেশে বেড়ে উঠেছেন তিনি, তা তাঁর মনের চোখ তো খুলে দিয়েছিলই, সেইসঙ্গে আশ্চর্য স্বকীয়তায় মুড়ে দিয়েছিল তাঁর সমস্ত সৃজনকর্মকে। প্রায় একটি মহাদেশের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় তিনি প্রণোদনা পেয়েছেন পরিবার থেকে, নানা অদ্ভুত সংস্কারে মোড়া সামাজিক আবহ থেকে, তাঁর ভূখণ্ডের বৈচিত্র্যময় ইতিহাস থেকে।

লাতিন আমেরিকা বলে চিহ্নিত সুবিশাল ভূখণ্ডের একটি ক্ষুদ্র অংশ কোলোম্বিয়া (ছাব্বিশটি দেশের একটি)। এর ইতিহাসের পাতায় মূলত যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ ও গণহত্যার বৃত্তান্ত। এমনকী মার্কেসের জন্মসনটিও গৃহযুদ্ধে রক্তাক্ত। এই বছরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানির ধর্মঘটী শ্রমিকদের ওপর নির্বিচার গুলি চলেছিল কোলোম্বিয়া-র আরাকাতাকায়। তাঁর 'একশো বছরে নিঃসঙ্গতা'-র পাতায় উঠে এসেছে এই গণহত্যার বিবরণ। উপন্যাসটির অন্যতম চরিত্র হোসে আর্কাদিও সেগুন্‌দো স্মৃতিতে বহন করে চলে সেই রক্তস্নাত মুহূর্ত— গণহত্যায় মৃতদের নিয়ে সমুদ্র অভিমুখে চলেছে একটা গাড়ি...জলে ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে অসংখ্য শব্দ।

মার্কেসের শৈশব কেটেছে মামার বাড়িতে। তাঁর বাবা গাব্রিয়েল এলিহিও গার্সিয়া (Gabriel Eligio Garcia,পেশায় যিনি টেলিগ্রাফ অপারেটর) এবং মা লুইসা মার্কেস (Luisa Marquez) তাঁদের এই প্রথম সন্তানটিকে তার মাতামহের কাছে রেখে ক্যারিবীয় সমুদ্রতীরে অবস্থিত রিওআচা (Riohacha)-য় চলে যান বসবাস করতে। মার্কেসের মাতামহ কর্নেল রিকার্ডো মার্কেস মেহিয়া (Colonel Ricardo Marquez Meija) যে-সে লোক নন। কোলোম্বিয়ার সহস্র দিনের যুদ্ধ (১৮৯৯-১৯০২) লিবারালদের পক্ষ নিয়ে তিনি লড়েছিলেন কনজারভেটিভদের বিরুদ্ধে। এই মার্কেস মেহিয়ায় ছত্রছায়াতেই কেটেছিল গার্সিয়া মার্কেসের ছোটবেলার দিনগুলো। দাদুর-র কাছে দিনের - পর দিন শুনে চলা যুদ্ধের গল্প তাঁকে কেমন প্রভাবিত করেছিল সে-কথা তিনি 'পেয়ারার সুবাস' (Fragrance of the Guava) গ্রন্থে মুদ্রিত সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন এভাবে : 'আমার কাছের মানুষরাই প্রতিষ্ঠিক নিয়মের হয়ে সাফাই গাওয়া ছেড়ে আমাকে বিদ্রোহের পথে ঝুঁকতে বাধ্য করে' (পেজ ৫৯)। এরই ফলশ্রুতি, চিরটাকাল মার্কেসের রক্ষণশীল, সংকীর্ণ যা কিছু, তার বিরুদ্ধে কলম শানিয়ে চলা। সহস্র দিনের যুদ্ধে লিবারালদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল মুক্ত, উদার মানসিকতার মানুষেরা। অন্যদিকে কনজারভেটিভদের শক্তি যুগিয়েছিল জমিদার ও গির্জার পুরোহিতশ্রেণী। কথিত যে গোটা কোলোম্বিয়ার যুবকেরা লড়েছিল লিবারালদের পক্ষে। ইতালি-র জুসেপ্পে গারিবল্‌দি (১৮০৭-৮২)-র জীবন ও ফরাসি 'আমূল সংস্কারবাদ' (Redicalism) ছিল তাদের প্রেরণা। লাল জামা পরে, পতাকা হাতে সেই যুবকের দল চলেছিল যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে। লিবারাল কম্যাণ্ডর হেনেরাল রাফায়েল উরিবে উরিবে (General Rafael Uribe Uribe) ছিলেন তাদের পরিচালক। 'পেয়ারার সুবাস' -এ মার্কেস বলেছেন, প্রবাদপ্রতিম এই সেনানায়কের ব্যক্তিত্ব এবং শারীরিক ও আচরণগত নানা বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ তাঁর 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা'-র অন্যতম চরিত্র আউরেলিয়ানো বোয়েন্দিয়া।

দুই

স্মর্তব্য যে, মাত্র আঠারো বছর বয়সে (১৯৪৬) মার্কেস, The House নামে একটি উপন্যাসের খসড়া করেন। তাতে বোয়েন্দিয়াদের বাড়িতেই উপন্যাসের সমস্ত ঘটনাকে বাঁধেন মার্কেস। তখন যেসব সংবাদপত্রে কাজ করতেন তিনি, তাতে তার খণ্ডাংশ প্রকাশিত হয়। কিন্তু তিনি উপন্যাসটিকে সম্পূর্ণ রূপ দিতে পারেনি অনভিজ্ঞতার ও করণকৌশল বিষয়ে জ্ঞানের অভাবহেতু, এরপর অন্তত পনেরো বছর উপন্যাসটি তাঁর ভাবনা জগতেই জারিত হয়। এর সঠিক, পূর্ণাঙ্গ রূপ পেতে লেগে যায় দীর্ঘ সময় — প্রায় ছয়ের দশকের মাঝামাঝি।

'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা' [Cien axos de soledad (One Hundred Years of Solitude)] মূলত দুটি কারণে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এক, লাতিন আমেরিকার জনজীবনের অন্তর্গূঢ় নিঃসঙ্গতার বাস্তব তাঁর আর কোন রচনায় এমন তীব্র মাত্রায় ফোটেনি। দুই উপন্যাসের কাহিনি-বিন্যাসে যাদু - বাস্তবতা বা Magical Realism -এর অন্যতম চালিকাশক্তি হয়ে ওঠা।

এই উপন্যাসে বোয়েন্দিয়া (Buendia) পরিবারের পরিব্যাপক নিঃসঙ্গতার উৎস নিয়ে পাঠকের মধ্যে কৌতূহলের সীমা নেই। এপ্রসঙ্গে মার্কেসের নিজস্ব মন্তব্যগুলো আমাদের ভাবনার খোরাক যোগাতে পারে। যেমন, আপুলেইও মেন্‌দোসা (Apuleyo Mendoza)-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'বোয়েন্দিয়ারা ভালোবাসতে পারতো না। প্রেমহীনতাই তাদের নিঃসঙ্গতা ও হতাশার কারণ', (Fragrance of the Guava, Page 75)। এছাড়াও এখানে আরো অদ্ভুত একটা ব্যাপার আছে। মার্কেসই ধরিয়ে দিয়েছেন সেটা। তাঁর কথার চাল অনুযায়ী, এই প্রেমহীনতাই যেন বোয়ান্দিয়া পরিবারকে টিকিয়ে রেখেছিল দীর্ঘ সময়। যতদিন সেখানে সম্পর্কের মূল সুর ছিল প্রেমহীনতা, ততদিন মাকোন্দো-র এই পরিবারকে বিনষ্টির কালো ছায়া গ্রাস করেনি। কিন্তু এর শেষ প্রজন্ম রেনাতা রেমেদিওস ও মাউরিসিও বাবিলোনিয়া যেই যথার্থ প্রেমের অনুভবে পরস্পরকে অবলম্বন করে বাঁচতে চাইছে, পরিবারটির ধ্বংসের সূত্রপাত হচ্ছে মাকোন্দো (Macondo) শহরের সঙ্গে - সঙ্গে। প্রেমকে আমরা সৃষ্টির বীজতলা বলেই জানি। একে ধ্বংসের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে মার্কেস জীবনের প্যারাডক্স - কেই মূর্ত করেছেন অসম্ভব দক্ষতায়।

নিঃসঙ্গতা নিয়ে মার্কেসের চেতনা জাগরণের পেছনেও তাঁর পরিবারের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। আপুলেইও মেনদোসা - কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মার্কেস বলেছেন, ছোটবেলায় আটবছর বয়স পর্যন্ত দাদুর বাড়িতে থাকার সময়েই তিনি অনুভব করেছিলেন নিঃসঙ্গতার ভার। তাঁর দিদিমা দোনিয়া ত্রাঙ্কিলিনা (Dona Tranquilina) শূন্য ঘরে মৃতদের সঙ্গে কথা বলতেন। তাঁর মাসি ফ্রান্সিসকা সিমোনোসেয় (Francisca Simonosea)-কে তিনি দেখেছিলেন সারাক্ষণ নিজের শব আচ্ছাদনি (shroud) বুনে সময় কাটাতে (Fragrance of the Guava, Page 12) 'একশো বছর নিঃসঙ্গতা'য় আমারান্‌তা-কেও দেখা যায় নিজের শব-আচ্ছাদনি বুনে জীবনের একটা দীর্ঘ সময় পার করে দিতে। সান্‌তা সোফিয়া দেলা পিয়েদাদ ও ফেরনান্‌দা দেল্‌ কারপিও চরিত্রদুটিতেও মার্কেসের ছোটবেলায় দেখা নিকটজনদের চরম নিঃসঙ্গতার ছাপ খুঁজে পাওয়া যাবে।

মার্কেস চিত্রিত এই নিঃসঙ্গতাকে কখনো মনে হবে একটা ঘেরাটোপ, একটা স্বেচ্ছা - আড়ালের মতো। লাতিন আমেরিকার মানুষের মনের গহনে বহু শতাব্দী- লালিত সংস্কার, বিশ্বাস, যন্ত্রণা। এসব আসলে তাদের একটা অনড় অবস্থান যেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, এটাই তাদের আইডেন্টিটি। যন্ত্রসভ্যতা ও যুক্তিবাদের ক্ষমতা নেই তাদের অবস্থানচ্যুত করে। যন্ত্র ও যুক্তিশাসিত দুনিয়ার বিপরীতে তাদের এই চলন জন্ম দিচ্ছে এক শান্ত সংঘাতপ্রবণ বাস্তবের। একেকসময় মনে হয়, এই নি:সঙ্গতা বুঝি তাদের কাছে অহংকারের বস্তু। তাদের এমন 'সলিচিউড' সারা দুনিয়ার মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষের সঙ্গে তাদের 'সলিডারিটি'-র বার্তা বহন করে বলে মনে করেন কিছু সমালোচক। আমাদের তৃতীয় বিশ্বে 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা'-র জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ বোধ হয় এ-ই।

তিন

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি উপলক্ষে দেওয়া ভাষণে মার্কেস্‌ যাদু-বাস্তবতা-কে (Magical realism) বলেছেন 'exaggerated proportions of reality'। তাঁর সিদ্ধান্ত, লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের মানুষদের জীবনে এই যাদু-বাস্তবতা কোন আরোপিত ব্যাপার নয়। এটা তাদের সঙ্গেই বাঁচে সবসময়। প্রতিমুহূর্তে নির্ধারিত করে দেয় অসংখ্য মৃত্যুকেও। প্রচলিত শৈলীতে - যা মূলত পরাবাস্তববাদী (Surrealists) ও ডাডাবাদীদের (Followers of Dadaism) দৌলতে ক্রমশ তীব্র সোফিস্টিকেশনের দিকে এগোছিল— কিছুতেই ধরা যেতনা এই গোলার্ধের বাস্তবকে। ইউরোপীয় পাঠকের কাছে 'ঝড়' শব্দটি যে অর্থ বহন করে, সেই অর্থে তাকে বোঝেন না লাতিন আমেরিকার মানুষ। ক্রান্তীয় অঞ্চলের বৃষ্টি কতটা ভয়ানক তা কি করে বুঝবে ইউরোপের মানুষ? আমাজন জঙ্গালের গভীরে এমন নদী আছে যার জল টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে সর্বক্ষণ (Fragrance of the Guava, Page 35)। সেখানে জাল ফেলে নদী থেকে তুলে আনতে হয় ঝড়ে উড়ে যাওয়া গোটা একটা সার্কাসের সিংহ ও জিরাফকে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ক্যারিবীয় সংস্কৃতিপুষ্ট লাতিন আমেরিকার সাধারণ মানুষের অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত বিষয়ে বিশ্বাস। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, মার্কেস এই বাস্তবতা বিষয়ে সচেতন হয়েছিলেন অ্যাঙ্গোলা ভ্রমণে গিয়ে, সাক্ষাৎকারেই এসম্পর্কে তিনি আলোকপাত করেছেন এভাবে : 'লাতিন আমেরিকার ওরা আমাদের শেখায় যে, আমরা স্পেনীয়। ...কিন্তু অ্যাঙ্গোলা ভ্রমণে গিয়ে আবিষ্কার করলাম যে আমরা আফ্রিকানও বটে। বরং বলা ভালো, আমরা জাতিগতভাবে সংকর। ...আফ্রিকান ক্রীতদাসদের লাগামছাড়া কল্পনা এবং প্রি-কোলোম্বিয়ান আদিবাসীদের বল্গাহীন ভাবুকতা মিলেমিশে, উদ্ভট সবকিছুর প্রতি আন্দালুসিয়ান আগ্রহ ও অতিপ্রাকৃত বিষয়ে গালিসিয় (Galician) বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সৃষ্টি করেছে বাস্তবকে দেখার এই মায়াচ্ছন্ন পদ্ধতি' (Fragrance of the Guava, Page 51)। এর ঠিক

পরেই তিনি আরও স্পষ্ট করে দেন যাদু-বাস্তবতা বিষয়ে তাঁর চেতনা - জাগরণের সূত্রটিকে - 'ক্যারিবিয়ানরাই আমাকে শিখিয়েছে বাস্তবকে আলাদা চোখে দেখতে, অতিপ্রাকৃতকে প্রাত্যহিক জীবনের অংশ বলে ভাবতে,' (Ibid, Page 52)।

'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা'-র কাঠামোটাই তো যাদু-বাস্তবতার অবলম্বনে তৈরি। এর পটভূমি মাকোন্দো (Macondo), যা এই অদ্ভুত বাস্তবের আদর্শ লালনক্ষেত্র। এককালে এটা ছিল জিপসিদের প্রিয় আশ্রয়। তাদের প্রধান মেল্‌কিয়াদেস্‌। বোয়েন্দিযা পরিবারের প্রথম যে পুরুষের কথা দিয়ে উপন্যাসের শুরু, সেই হোসে আর্কাদিও বোয়েন্দিযার সঙ্গে বন্ধুত্ব হল এই মেল্‌কিয়াদেস্‌-এর। মেল্‌কিয়াদেস্‌ হোসে আর্কাদিও বোয়েন্দিয়া-কে একটা চর্মপত্র বা পার্চমেন্ট দিয়ে যান। তাতে সংস্কৃতে লেখা ছিল বোয়ান্দিয়া পরিবারের সম্ভাব্য ইতিহাস। সেই পার্চমেন্টের মর্মোদ্ধার এক দুরূহ ব্যাপার। পুরুষানুক্রমে কত চেষ্টা চলে, কিন্তু সব ব্যর্থ হয়। শেষ অব্দি অবশ্য রেনাতা রেমেদিওস্‌ ও মাউরিসিও বাবিলোনিয়ার ছেলে আউরেলিয়ানো সফল হল। কিন্তু কী অসম্ভব যন্ত্রণা সেই আবিষ্কারে! আউরেলিয়ানো যখন দেখে বাগানের পাথুরে পথ ধরে ফুলে যাওয়া থলের আকার নেওয়া তার ছেলে শব পিঁপড়ের দল বয়ে নিয়ে চলেছে গর্তের দিকে, পার্চমেন্টে লেখা শব্দগুলোর অর্থ ঝলসে ওঠে তার মনে? 'বংশের প্রথম জনকে বেঁধে রাখা হয়েছে গাছের সঙ্গে, আর একেবারে শেষের জন পিঁপড়ের আহার হচ্ছে।' বংশের প্রথম পুরুষ হোসে আর্কাদিও বোয়েন্দিয়াকে শেষ বয়সে পাগলামি পেয়ে বসলে ঘরে বাইরে একটা গাছের সঙ্গে তাকে বেঁধে রাখা হত। বাঁধা অবস্থাতেই আশ্চর্য ইঙ্গিতবাহী কথা বলত সে। যেমন, 'সময়ের যন্ত্রটা ভেঙে গেছে', বা 'আজকের দিনটাও সোমবার'। হোসে আর্কাদিও-র পাগলামির লক্ষণ আসলে সময় ও সমাজ সম্পর্কে একধরনের অতিচেতনা (Super - consciousness)। এরকম অতিচেতনাও কখনও হয়ে ওঠে নিঃসঙ্গতার পরিবাহী।

এককথায়, গার্সিয়া মার্কেসের linear narrative -এর লক্ষ্য ছিল একটাই —তাঁর স্বভূমির সমস্ত বিষয়, যা তাঁর সমাজ ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তাকে ফুটিয়ে তোলা। বোয়েন্দিয়া পরিবারে অজাচার (incestuousness) -এর বিষয়টি এমনই এক ব্যাপার। এখানেও যাদু-বাস্তবতার ছোঁয়া পাঠক তার সমস্ত যুক্তিবোধকে দমিত করেই মেনে নিতে বাধ্য হন।

বোয়োন্দিয়া পরিবারে অজচার এক গ্রাহ্য বিষয়। পরিবারভুক্ত নরনারীদের মধ্যে প্রেম, যৌনসংসর্গ চলে অবাধেই। তবে পার্চমেন্টে একটা সাবধানবাণীও ছিল। যেমন, তীব্র অজাচার চলতে থাকলে একদিন কোন এক শিশু শুয়োরের লেজ নিয়ে জন্মাবে। আউরেলিয়ানো ও আমারানতা উরসুলা-র ছেলে সেভাবেই জন্মাচ্ছে।

আসলে, গার্সিয়া মার্কেস এই বাস্তবেই পুষ্ট, যে - বাস্তবে সমবেত মানুষের কণ্ঠস্বর বৃষ্টি বয়ে আনে, তীব্র ঝড়ে উড়ে যায় আস্ত এক সার্কাস, খবরের কাগজের শিরোনামে উঠে আসে লেজ নিয়ে জন্মানো শিশু। এপ্রসঙ্গে সমূহ প্রশ্নের ধাক্কা মার্কেস সামলেছেন এভাবে : 'আমার উপন্যাসে এমন একটিও ঘটনা নেই, যা বাস্তবের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত নয়।'

তাঁর যাবতীয় সৃজনকর্মে মার্কেস যেন এক দীর্ঘ উপেক্ষিত বাস্তবকে আমাদের সামনে নিয়ে আসেন, যে বাস্তবকে শুরুতে গ্রাহ্য করেনি ইউরোপ - আমেরিকা-প্রভাবিত দুনিয়া। গার্সিয়া মার্কেস এবং তাঁর নিকট পূর্বসূরী ও সমসাময়িকদের দাপটে সমস্ত একপেশে যুক্তিবাদিতার দেয়াল ভেঙে পড়তে দেখে বরং ভালোই লাগে।

(কৃতজ্ঞতা স্বীকার — 'সাইন্যাপস্‌', নভেম্বর, ২০০৭)